ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের
মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্র.নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্য	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন -সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	**ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ**	**০১ টি**	**-**	**০১**	**-**	**-**	**০১**	**৫%**	**-**	**-**

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০১টি।

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: কনসালটেন্ট বিল পরিশোধের জন্য প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
১	পিএফআই পর্যায়ে সুদের হার বেশী।	১	এ ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে পিএফআই পর্যায়ে সুদের হার ৫% কম হওয়া প্রয়োজন, যাতে উদ্যোক্তারা কম সুদে ঋণ নিয়ে প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হয়;
২	পিএফআই কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুকূলে বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট প্রেরণ করতে হয়, পিএফআই এর ভাষ্যমতে অনেক বেশি রিপোর্টিং এর কারনে তাদের অনেকে এ প্রকল্প হতে ঋণ নিতে আগ্রহী নয়;	২	রিপোর্টিং সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা যেতে পারে।
৩	এই প্রকল্পের আওতায় সরকারি কোন প্রতিষ্ঠান ঋণ পায়নি;	৩	এই প্রকল্পের আওতায় সরকারি কোন প্রতিষ্ঠান ঋণ না পাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে;
৪	এই প্রকল্পের প্রচারনার অভাব ছিল।	৪	এই ধরনের প্রকল্পের আরো বেশি প্রচার বা প্রচারণা হওয়া দরকার;

Institutional Support for Migrant Worker's Remittances- Real Time Gross Settlement (RTGS) Component-A
-শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের নাম : **Institutional Support for Migrant Worker's Remittances- Real Time Gross Settlement (RTGS) Component-A**

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ : ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারীসংস্থাঃ : বাংলাদেশ ব্যাংক

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা

৫.০ বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সংশোধিত মোট টাকা প্রঃ সাঃ		মূল	সংশোধিত			
১৫০৫.১৩ ১১৫.৩৩ ১৩৮৯.৮০	১৮২২.৮৪ ৩৬০.৪৮ ১৪৬২.৩৬	১৬১১.৬৩ ২০৮.৫২ ১৪০৩.১১	জুলাই, ২০১৩-১৫ জানুয়ারি, ২০১৬	জুলাই, ২০১৩-১৫ এপ্রিল, ২০১৬	জুলাই, ২০১৩-১৫ এপ্রিল, ২০১৬	৭.০৭% ৮০.৬২% ০.৯৫%	৩ মাস (১০%)

৬.০ প্রকল্পের অর্থায়ন : প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অনুদান, প্রকল্প সাহায্য, নিজস্ব অর্থায়ন ইত্যাদি উৎসের অর্থের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে উন্নয়ন অর্থনৈতিক স্বস্তির বড় কারণ হয়ে উঠেছে প্রবাসী কর্মীবৃন্দ ও তাদের প্রেরিত রেমিটেন্স। তবে প্রবাসী কর্তৃক প্রেরিত অর্থ যথাসময়ে দেশে প্রেরণ ও প্রাপ্তিতে দেশের বিদ্যমান ব্যাংকিং ব্যবস্থাটির উন্নয়ন করা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় রিয়েলটাইম গ্রস সেটেলমেন্ট করা হচ্ছে- যা এদেশে চালু করা অতীব প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই খাতে দাতাসংস্থা এডিবি'র অনুদান সহায়তায় প্রকল্পের তিনটি কম্পোনেন্ট এর মধ্যে কম্পোনেন্ট 'এ'-এর অধীনে দেশের পেমেন্ট সিস্টেমস এর উন্নয়নে আন্তঃব্যাংক লেনদেনে RTGS ব্যবস্থা সংস্থাপন যা বাংলাদেশ ব্যাংক বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের অপর দুটি কম্পোনেন্ট 'বি' ও সি' বাস্তবায়ন করবে প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। প্রবাসীকর্মীদের প্রেরিত ব্যাংক ও মাইক্রোফাইন্যান্স ইনষ্টিটিউট-এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাপকের নিকট টাকা সহজে প্রেরণ এবং সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রবাসীকর্মীবৃন্দ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দারিদ্রতা হ্রাস ও টেকসই কল্যাণবৃদ্ধির লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অনুদান সহায়তায় "Institutional Support for Migrant Worker's Remittances Real Time Gross Settlements (RTGS) Component-A)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

দেশের বৃহৎ অংকের আন্তঃব্যাংক লে নদেনসমূহ তাৎক্ষনিকভাবে নিষ্পত্তি, অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্পাদন, কলমানি লেনদেনসমূহ এবং দেশের সেকেন্ডারী বন্ডমার্কেট-এর লেনদেনসমূহ তাৎক্ষনিক ঝুঁকিবিহীনভাবে অনলাইনে নিষ্পন্ন সম্ভব করা। সামগ্রিকভাবে দেশের Payment System-এর উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রেমিটেন্স এর প্রবাহ বৃদ্ধিসহ সেটেলমেন্ট প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজতর করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৮.০. প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি মোট ১৫০৫.১৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং জুলাই ২০১৩ হতে জানুয়ারি ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৬.১১.২০১৩ ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় RTGS ব্যবস্থা ক্রয় বাবদ অতিরিক্ত ১২৯.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্পের কনটিনজেন্সি খাতে রক্ষিত ৭২.৫৬ লক্ষ টাকা এবং সিডি/ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ অতিরিক্ত ১১৫.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের নিমিত্তে মোট ১৮২২.৮৪ লক্ষ (জিওবি ৩৬০.৪৮ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ১৪৬২.৩৬ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে ১৫ এপ্রিল, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১ম সংশোধিত টিপিপি বিগত ৩০.০৩.২০১৬ তারিখে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৯.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে RTGS চালু করা, প্রয়োজনীয় আইনী কাঠামো সংস্কার, সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রচারণা, আইটি অবকাঠামো স্থাপন ইত্যাদি।

১০. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	শেষ
১	২	৩	৪
১	জনাব দাশগুপ্ত অসীম কুমার, নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক	জুলাই, ২০১৩	০৪.০৯.২০১৪
২	জনাব শুভংকর সাহা নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক	০৪.০৯.২০১৪	১৫.০৪.২০১৬

১১. প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী সংস্থান ও অগ্রগতি (পিসিআর-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি সংস্থান ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা ছাড়	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০১৩-১৪	--	--	--	--	--	--	--
২০১৪-১৫	৮০০.০০	৭২.০০	৭২৮.০০	--	৬৫৬.৭৪	২৫.৩৭	৬৩১.৩৭

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি সংস্থান ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা ছাড়	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০১৫-১৬ (এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত)	৯৯০.০০	১৫৯.০০	৮৩১.০০	--	৯৫৪.৮৯	১৮৩.১৫	৭৭১.৭৪
মোট	১৭৯০.০০	২৩১.০০	১৫৫৯.০০	--	১৬১১.৬৩	২০৮.৫২	১৪০৩.১১

১২. বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন অবস্থা (পিসিআর-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

Items of work (as per PP)	unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for Deviation
		Financial	Physical	Financial	Physical	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Computers, Software, others	RTGS system 01 set	1519.68	RTGS system 01 set	1369.58	RTGS system 01 set	N/A
Training and Awareness campaign	07*	72.56	07*	64.92	07*	
CD/VAT/Taxes	--	225.60	--	176.23	--	--
Misc. Adm. Support						
Total	--	1822.84	--	1611.63	--	--

* A national seminar for the bank officials and five seminars at five major cities were conducted for bank officials of those areas. A two day workshop was arranged for the bank officials about the RTGS system.

১৩. **কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ**

পিসিআর ও পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১৪. **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ**

১৪.১ **Computers, Software, others:** এ খাতে ১৫১৯.৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৩৬৯.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ সেট RTGS system ক্রয় করা হয়েছে।

১৪.২ **Training and Awareness campaign:** এ খাতে ৭২.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৪.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার, ৫টি গুরুত্বপূর্ণ শহরে ৫টি সেমিনার ও ২ দিনব্যাপী ১টি কর্মশালাসহ মোট ৭টি **Training and Awareness campaign**-এর আয়োজন করা হয়েছে।

১৫. **প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ**

১৫.১ **RTGS ব্যবস্থা সংস্থাপনঃ**

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৩ হতে জানুয়ারী, ২০১৬ পর্যন্ত হলেও এর টিপিপি অনুমোদন ০৫ (পাঁচ) মাস বিলম্ব হওয়ায় এর কার্যক্রম ডিসেম্বর, ২০১৩ হতে শুরু হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মূল অঙ্গের কাজ RTGS ব্যবস্থা সংস্থাপনের জন্য ৩১ মার্চ, ২০১৪ তারিখে টেন্ডার আহবান করা হয় ভেন্ডার নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করে বিগত ৩০/১১/২০১৪ তারিখে নির্বাচিত ভেন্ডারের সাথে ১৫১৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এই চুক্তি মূল্যের আওতায় প্রকল্প সম্পাতি পরবর্তী ৩ বছরের মেইনটেইনস ব্যয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত ব্যয় বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেই বহন করবে বলে জানা যায়। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অধীনে RTGS ব্যবস্থা সংস্থাপন কাজ সম্পন্ন দেখা গেছে এবং অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত RTGS ব্যবস্থা চালু হয়েছে জানা গেছে এবং পরিদর্শনকাল পর্যন্ত সফলভাবে লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে মর্মে জানা যায়।

১৬. **অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ**

মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর ও পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে অনুমোদিত টিপিপিতে Internal অডিটের কোন প্রভিশন ছিল না এবং কেবলমাত্র প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকালের মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে External অডিট Foreign Aided Projects Audit Directorat (FAPAD) কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছিল।

১৭. **পরিদর্শন বর্ণনাঃ**

১৬.১ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়িত “Institutional Support for Migrant Worker's Remittances, Real Time Gross Settlements (RTGS) Component-A)” শীর্ষক প্রকল্পে র কার্যক্রম সরেজমিনে গত ১৮.০৪.২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনের প্রকল্প কার্যালয় ২৭ তলা) পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক , যুগ্ম-পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক জানান , এই কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে রিয়েলটাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS) চালু করা, প্রয়োজনীয় আইনী কাঠামো সংস্কার , আইটি অবকাঠামো স্থাপন, প্রচারণামূলক কাজ ইত্যাদি।

১৬.২ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় দেশের ৫৬টি তফশিলী ব্যাংককে RTGS সফটওয়ার সিস্টেমের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। ফলস্বরুপ সিস্টেমটি পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া পরিদর্শনকালে RTGS ব্যবস্থা টেস্টিং এর জন্য প্রয়োজনীয় একটি হার্ডওয়ার সিকিউরিটি মডিউল (HSM) ইন্সটল করা হয়েছে যা মূলত লেনদেনের গোপনীয়তাকে সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

১৬.৩ আরটিজিএস বিষয়টি নতুন হওয়ার সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রচারনা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান বাংলাদেশ পেমেন্ট সিস্টেমস এর উন্নয়ন ও আরটিজিএস বিষয়ে একটি জাতীয় সেমিনার , বানিজ্যিক ব্যাং কসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য আরটিজিএস বিষয়ে ওয়ার্কশপ এবং পাঁচটি বিভাগীয় শহরে পাঁচটি জনসচেতনতামূলক রোড শো ও র্যাং লীর আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে জানা যায় যে, ঢাকা ও পূর্বে উল্লিখিত পাঁচটি বিভাগীয় শহরে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের

কোন না কোন অংশে সম্পাদিত হলেও রংপুর বিভাগে করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আলোচনা করে আরও জানা গেল যে , স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ জনগনের সাথে আলোচনা করা অথবা মতামত বিনিময় করা হয়নি। এ বিষয়ে তাঁরা জানান যে, ব্যাংকের সংশ্লিস্ট কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের গ্রহকদের এ বিষয়ে অবগত করবেন। প্রবাসে কর্মরত বাঙ্গালীদের লেনদেনের কারণে যেহেতু রেমিট্যান্স বাড়ছে সে অর্থে সবাইকে নিয়ে প্রোগামটির আয়োজন করলে এর সফলতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারত মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারনঃ

মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর ও পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য মতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৮ মতামত/সুপারিশঃ

পরিদর্শনে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণর আলোকে আইএমইডি'র মতামত নিম্নরুপঃ

১৭.১ প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ অতিসত্বর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক তার চালানকপির প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি এ বিভাগে ১(এক) মাসের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.২ অর্থবছর ২০১৪-১৫ এর External Audit সম্পন্ন পূর্বক সেটির প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৩ ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও সতর্কতামূলক অভিযান অঙ্গের ক্ষেত্রে সকল স্টেকহোল্ডারদের বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে;

১৭.৪ অনুচ্ছেদ নং - ১৭.১ হতে ১৭.৩ এ উল্লিখিত মতামত /সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা ১ (এক) মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্যা ডেভেলপমেন্ট অফ স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড এন্টারপ্রাইজেস (এফএসপিডিএসএমই)-শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১। **প্রকল্পের নাম** : **ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্যা ডেভেলপমেন্ট অফ স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড এন্টারপ্রাইজেস (এফএসপিডিএসএমই)**

২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৩। **(ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ ব্যাংক

(খ) সহায়ক বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রযোজ্য নয়

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** : বাংলাদেশের সকল জেলা।

৫। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ** :

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই প্রবৃদ্ধি অর্জনের মূল চালিকা শক্তি হল কৃষি খাত ও সেবা খাত, বিশেষতঃ পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য খাত। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক রেমিটেন্সের প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারি খাতে ভোগের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। 'বাংলাদেশ খসড়া প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১'-এ বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সাল নাগাদ জনগনের মাথাপিছু আয় ২০০০ মর্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এতে বাংলাদেশ মধ্য আয় সম্পন্ন দেশে উন্নীত হবে। শিল্পায়নের মাধ্যমে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার ২০১৫ সাল নাগাদ ৮% এবং ২০২১ সাল নাগাদ ১০% এ উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জিডিপি হতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০৯ সালের ২৪.২০% হতে ২০১৫ সাল নাগাদ ৩২.১০% এবং ২০২১ সাল নাগাদ ৩৭.৫০%-এ উন্নীত করার প্রত্যাশাও করা হয়েছে। শিল্প খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০৯ সালের ১৭.১০% হতে ২০২১ সাল নাগাদ ৩০%-এ উন্নীত করার লক্ষ্যনির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি অন্যতম একটি বড় উদ্যোগ।

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদি উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ তহবিল সরবরাহ এবং এসএমই খাতে দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদী ঋণ প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন এবং দেশের টেকসই উন্নয়ন সাধন করা।

৭। **প্রকল্পের ব্যয়ঃ** ৪১,৫৩৪.০০ লক্ষ টাকা (৮৮৩.০০ (জিওবি) + ৪০,৬৫১.০০ প্রকল্প সহায়তা (পিএ))

৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ** সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত।

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪১,৫৩৪.০০ [৮৮৩.০০ (জিওবি) + ৪০,৬৫১.০০ (পিএ)]	-	৩৯,৩৯১.০০ [৪৮১.০০ (জিওবি) + ৩৮,৯১০.০০ (পিএ)]	সেপ্টেম্বর, ২০১১ হতে মার্চ, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬	-	৫% (৩ মাস)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অব্যয়িত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ে (সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত) মোট ৩৭,৭২৬.৬৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ঘূর্ণায়মান তহবিলের আওতায় জুন ২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৭,২২৬.৩৭ লক্ষ টাকা ৫২৬ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করা হয়।

১০। **পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থা:** পিসিআর প্রাপ্তির পর প্রকল্পের কাজের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য গত ২৬-১০-২০১৭ তারিখে আইএমইডির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ এর মূল্যায়ন কর্মকর্তা মো: শফিকুর রহমান প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১। **পরিদর্শনকৃত বিভিন্ন অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি** এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ৪৬ টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কে ৫% হারে ঋণ দিয়েছে।এই ৪৬ টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ও মাঝারি ৫২৬ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিভিন্ন সুদের হারে ঋণ বিতরণ করেছে।

<table>
<tr>
<td>

চিত্র-১:চিত্রে প্রকল্প কর্মকর্তার সাথে প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা।</td>
<td>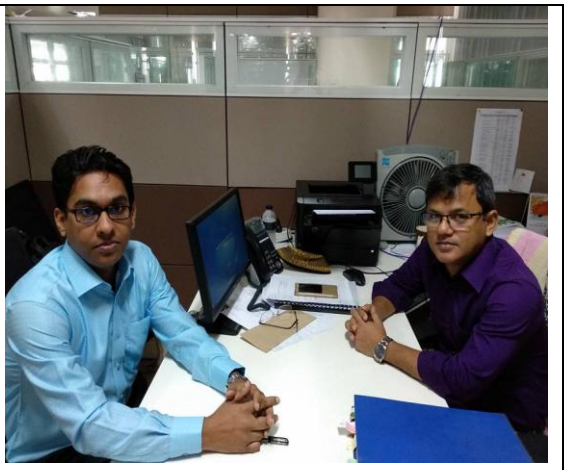
চিত্র-২:চিত্রে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের যুগ্ম পরিচালকের সাথে প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা।</td>
</tr>
<tr>
<td>
চিত্র-৩: চিত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণকারীদের সাথে প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা।</td>
<td>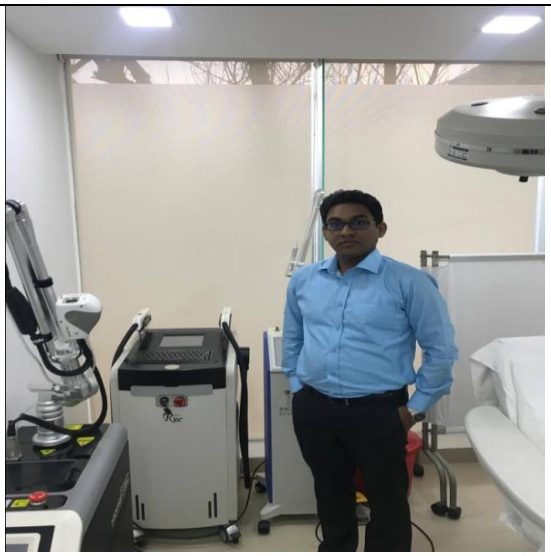
চিত্র-৪: চিত্রে ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত মেশীনারিজ দেখা যাচ্ছে।</td>
</tr>
</table>

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**পিসিআর অনুসরণ করে-

পরিকল্পনা		অর্জিত	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হবার কারণ
১	ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এক্সেস টু ফিন্যান্স উন্নত করা	পিএফআই কর্তৃক ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত মোট ঋণের স্থিতি বেজলাইন জরিপ হতে ২৭.৫১% বৃদ্ধি পেয়ে টাকা ৪,৭৪,১৪৮.৩৭ মিলিয়ন এ উন্নীত হয়েছে । পাশাপাশি ঋণের সুদহারও ক্রম হ্রাসমান।	প্রযোজ্য নয়
২	উৎপাদনশীল যন্ত্রপাতি ও সুবিধাজনক খাতসমূহে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা	পিএফআই কর্তৃক ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের স্থিতি বেজলাইন জরিপ হতে ৩৬.৭৯% বৃদ্ধি পেয়ে টাকা ২,৭২,৬০০.০০ মিলিয়ন এ উন্নীত হয়েছে, যা উৎপাদনশীল যন্ত্রপাতি ও সুবিধাজনক খাতসমূহে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগের পরিমান বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের পরিমাণ ৩.৯০% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বেজলাইনে ছিল ৫৩.৫৯% এবং বর্তমানে ৫৭.৪৯%।	প্রযোজ্য নয়
৩	পিএফআইসমূহের মাধ্যমে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করা	সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৭২২ টি সাবলোন প্রদান করা হয়েছে, স্থিতি টাকা ৭২৩৮.২৬ মিলিয়ন এবং পিএফআইসমূহের কাছে অন-লেন্ডিং লোন স্থিতি দাঁড়িয়েছে টাকা ৫৯৮৭.১৩ মিলিয়ন।	প্রযোজ্য নয়
৪	পিএফআইসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি	প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত পরামর্শকগণ পিএফআইসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুত করেছেন। প্রকল্প মেয়াদে পিএফআইসমূহের জন্য ১৯ টি ট্রেনিং/ওয়ার্কশপ আয়োজিত হয়, যার মাধ্যমে পিএফআই কর্মকর্তাদের মধ্যে আগ্রহ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ৪৬টি পিএফআই এর মধ্যে ২৮টি পিএফআই ঋণ গ্রহণ করেছে।	অবশিষ্ট ১৮টি পিএফআই নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করেছে।
৫	বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি বাংলাদেশ ব্যাংকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত প্রকল্প থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের মনিটরিং এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর উন্নয়ন সাধন।	পরামর্শকগণ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য বিদেশে (জাপান, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া,এবং কেনিয়া) প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফর আয়োজন করেছে। সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৭২২ টি সাবলোন প্রদান করা হয়েছে, স্থিতি টাকা ৭২৩৮.২৬ মিলিয়ন এবং পিএফআইসমূহের কাছে অন-লেন্ডিং লোন স্থিতি দাঁড়িয়েছে টাকা ৫৯৮৭.১৩ মিলিয়ন।	প্রযোজ্য নয়

৬	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণে অবদান রাখা।	জাইকা লোন সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিক্রীর পরিমাণ বেজলাইন জরিপ হতে ১৩.৪৪% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭,২৬১ মিলিয়ন টাকায়। লাভ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮.০১% এবং কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৬১%।	প্রযোজ্য নয়।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:**

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	মূল দায়িত্ব/কাজের অতিরিক্ত	মেয়াদ কাল
১।সুকোমল সিংহ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক	এসএমইএসপিডি বিভাগের কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে।	০১/০৩/২০১২ হতে ৩০/১২/২০১৩
২।মোঃ মাসুম পাটোওয়ারী, মহাব্যবস্থাপক	এসএমইএসপিডি বিভাগের কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে।	৩১/১২/২০১৩ হতে ০৯/০১/২০১৫
৩।স্বপন কুমার রায়, মহাব্যবস্থাপক	এসএমইএসপিডি বিভাগের কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে।	১১/০১/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৬

১৪। সার্বিক বিশ্লেষণ:

প্রকল্প পরিদর্শনকালে জানা যায় প্রাথমিক অবস্থায় সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রকল্পের লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিলনা। বিভিন্ন সময়ে সেমিনার, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ আয়োজন করে তাদেরকে প্রকল্পের লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। উদ্যোক্তা, ব্যাংকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সময়ে সেমিনার, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

<u>প্রকল্পের প্রভাবঃ</u>

ক) প্রত্যক্ষ প্রভাবঃপ্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্পের নিম্নে বর্ণিত প্রত্যক্ষ প্রভাবসমূহ পাওয়া যায়:

১) বিক্রয়ের পরিমাণ

কোন ব্যবসা উদ্যোগের সাফল্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে তার মোট বিক্রয়ের পরিমাণ একটি প্রধান নিয়ামক। জাইকার পরামর্শকদল কর্তৃক পরিচালিত Impact Study Assessment অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় অর্থায়ন প্রাপ্ত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই বিভিন্ন মাত্রায় তাদের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পেরেছে।

২) উৎপাদন

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ৪৪.৩০% উদ্যোক্তা তাদের মোট উৎপাদন অনেক মাত্রায় বেড়েছে মর্মে জানিয়েছে এবং ২৬.২০% উদ্যোক্তা তাদের উৎপাদন আগের চেয়ে বেড়েছে মর্মে জানিয়েছে।

৩) মুনাফার পরিমাণ

প্রকল্পের আওতায় ঋণসুবিধা গ্রহণকারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের ৫০.৮০% প্রতিষ্ঠান ২০১৪ সালে তাদের মুনাফা ঋণ গ্রহণের পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেড়েছে বলে জানিয়েছে। ঋণগ্রহণের পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ঋণগ্রহণের পর ২০১৪ সালে সার্বিকভাবে মুনাফার পরিমাণ ২৭.৯% বেড়েছে।

৪) কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সাধারণভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মূলধন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। প্রকল্পের আওতায় ঋণসুবিধা গ্রহণকারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের ৫৭.৪০% প্রতিষ্ঠান ২০১৪ সালে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঋণগ্রহণের পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক মাত্রায় বেড়েছে বলে জানিয়েছে।

খ) পরোক্ষ প্রভাবঃ

প্রকল্পের আওতায় ঋণসুবিধা গ্রহণকারী এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ব্যবসা সফল ভাবে পরিচালিত করে আসছে। ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় কার্যক্রমে জড়িত অন্যান্য এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহও পরোক্ষভাবে এই প্রকল্পের দ্বারা লাভবান হয়েছে। এ লক্ষ্যে উল্লেখ করা যায় যে, প্রকল্পটি বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

১) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং প্রাতিষ্ঠিনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

প্রকল্পটি শুরুর আগে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রবাহ ছিল খুবই সামান্য। অধিকাংশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণসুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে অনাগ্রহী ছিল। প্রকল্পটি গ্রহণের পর উদ্যোগসমূহের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণসুবিধা প্রাপ্তি সহজ হয় এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে অধিকাংশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহই এ প্রকল্প হতে শিক্ষা নিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণসুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আগ্রহী হয়েছে এবং ঋণের প্রবাহ আগের তুলনায় বেড়েছে।

২) প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ

জাইকা পরামর্শকদল পরিচালিত Impact Study Assessment অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় অর্থায়ন প্রাপ্ত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই বিভিন্ন মাত্রায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে, যা এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। সার্বিকভাবে কর্মসংস্থান ৫৪.৮৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩) নারী উদ্যোক্তার অংশগ্রহণ বৃদ্ধিঃ

প্রকল্পের আওতায় ১৫ জন নারী উদ্যোক্তা ঋণসুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত মোট অন-লেন্ডিং ঋণের ২.৮৭% নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত উদ্যোগে বিতরণ করা হয়েছে।

৪) পরিবেশের উপর প্রভাবঃ

পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ব্যতিরেকে এ প্রকল্পের আওতায় কোন প্রতিষ্ঠান ঋণসুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি।

৫) দারিদ্র বিমোচনে প্রকল্পের ভুমিকাঃ

প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পরোক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করেছে।

৬) প্রকল্পের ভবিষ্যত

২০১৬ সালের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও চুক্তিবদ্ধ ৪৬টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে শিল্প ও সেবা খাতের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহকে প্রদত্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের বিপরীতে ঘূর্ণায়মান তহবিল (Revolving Fund Account) হতে নিয়মিতভাবে পুনঃঅর্থায়ন এবং পূর্ব অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রকল্প বাংলাদেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রকল্পের এই প্রভাব সমূহ জুন, ২০১৬ কে বেসলাইন ধরে পরিলক্ষীত হয়েছে।

১৫। প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যাঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএন্ডএসপিডি বিভাগ কর্তৃক এ ধরনের বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে শুরুর দিকে বিভিন্ন সমস্যা তৈরী হয়, যা পর্যায়ক্রমে দূরীভূত হয়। প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মবল কম থাকার ফলে সব সময় আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক) এবং উদ্যোক্তা পর্যায়ে সব সময় পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হয়নি।

১৬। সুপারিশমালা

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে আইএমইডি'র সুপারিশ নিম্নরূপ:

১৬.১ এ ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে পিএফআই পর্যায়ে সুদের হার ৫% কম হওয়া প্রয়োজন, যাতে উদ্যোক্তারা কম সুদে ঋণ নিয়ে প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হয়;

১৬.২ পিএফআই কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুকূলে বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট প্রেরণ করতে হয়, পিএফআই এর ভাষ্যমতে অনেক বেশি রিপোর্টিং এর কারনে তাদের অনেকে এ প্রকল্প হতে ঋণ নিতে আগ্রহী নয়;

১৬.৩ প্রকল্পের আরো বেশি প্রচার বা প্রচারণা হওয়া দরকার;

১৬.৪ প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে যে অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়ে একটি ফিজিবিলিটি স্টাডির মাধ্যমে ভবিষ্যতে যে সকল বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা যেতে পারে;

১৬.৫ এই প্রকল্প গ্রহনের ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে তা জরীপ করে দেখা যেতে পারে;

১৬.৫ এই প্রকল্পের আওতায় সরকারি কোন প্রতিষ্ঠান ঋণ না পাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে;

১৬.৬ মাইক্রো লেভেলের উদ্যোক্তাদের এই ধরনের প্রকল্প থেকে বেশী করে ঋণ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

১৭। উপরোক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি -কে অবহিত করতে হবে।